বাংলাদেশের অনিন্দ্য সুন্দর প্রকৃতি

যমুনা নদী

বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি

Bango-Basin বা বঙ্গখাতে পলি জমে বাংলাদেশী ভূ-খন্ডের উৎপত্তি। টারশিয়ারী যুগের শিলা, প্লায়স্টোসিন যুগের সোপান এবং পরবর্তীকালের পলল থেকে মৃত্তিকা গঠিত। মাটির P" মান ৪ থেকে ৭.৫ পর্যন্ত। অধিকাংশ এলাকা পলল গঠিত সমভূমি (১,২৪,২৬৬ বর্গ কিমি)। বেলে পাথর শেলপাথর, কাদা দ্বারা গঠিত পাহাড়গুলোর অধিকাংশ টারশিয়ারী যুগের। গড় উচ্চতা ২,০৫০ ফুট; সর্বোচ্চ পাহাড় গারো, সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ বিজয় (তাজিনডং)। পাহাড়ে ৩৩টি উপজাতির বসবাস। দেশে প্রবাহিত ২৩০টি নদীর মোট দৈর্ঘ্য ১১,৭৩৯ কিমি। জলবায়ু ক্রান্তীয় মৌসুমী। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ২০৩ সেমি। সিলেটের লালখানে সর্বোচ্চ (৬৩৭.৫সেমি), নাটোরের লালপুরে সর্বনিম্ন (১১৭.৫ সেমি) বৃষ্টিপাত হয়। গড় তাপমাত্রা ২৫°সে। মোট স্থলভাগের ১৭% বনভূমি। ৩,৬৬,৭০,০০০ একর জমির মধ্যে ২,০১,৯৮,০০০ একর আবাদী জমি (৬২%)। বিশ্বে বাংলাদেশ পাটে ২য়, ধানে ৪র্থ, চায়ে ৮ম, আমে ১৩তম উৎপাদনকারী দেশ। ৫টি অঞ্চলের ২২টি গ্যাস ফিল্ডের ৪৪টি কূপ থেকে গ্যাস উত্তোলন করা হয়। উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের পরিমাণ ১০.৭২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। ৫টি কয়লা, ২টি পিট কয়লা, ৬টি শক্ত পাথর, ৩টি চুনা পাথরের খনিসহ আরোও অনেক প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ রয়েছে।

অপরূপ সৌন্দর্যের আধার বাংলাদেশ। উর্বরা পললভূমিতে বেড়ে ওঠা গাছে গাছে পাখিদের প্রাতঃ-সান্ধ্য সঙ্গীত, একেবেঁকে চলা রূপালী নদীগুলো, দিগন্ত বিস্তৃত পাহাড়ে সবুজের হাতছানি, পাহাড়ের গাঁ ফুড়ে বের হওয়া অসংখ্য ঝর্ণা, বিশাল বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে সমুদ্র অবগাহন, রোদ-বৃষ্টি, ঝড়-বাদল, শিশির স্নিগ্ধতা, হিমেল আমেজ আর বসন্ত মুগ্ধতা নিয়েইতো ষড়ঋতুর বৈচিত্র্যময় বাংলাদেশ। রংতুলিতে আঁকা ছবির মত সম্রাট হুমায়ূনের জান্নাতাবাদ বাংলাদেশ আজ ফারাক্কার মরণছোবলে কিছুটা বিবর্ণ হলেও বিশ্বে এখনো অনন্য নৈসর্গিক সৌন্দর্যময় আমাদের গৌরবের বাংলাদেশ।

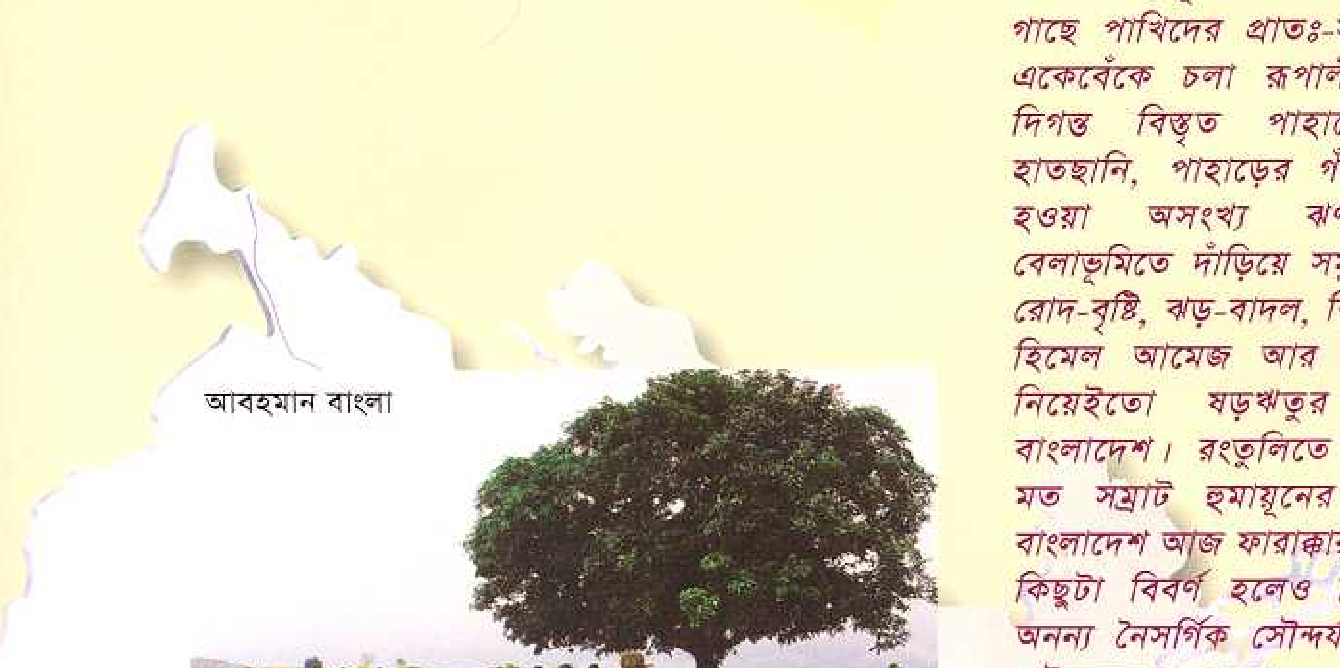

মাঠের পর মাঠ ভরা সবুজের সমারোহ, পুকুর-খাল-বিল-নদী-নালা, গাছ-গাছালির ঝোঁপ-ঝাড়, হরেক রকম পাখ-পাখালির ঐকতানে পুরো বাংলাই যেন এক বৃহৎ পর্যটন কেন্দ্র। ইবনে বতুতা, হিউয়েন সাং থেকে শুরু করে নতুন কোন পর্যটক প্রথম দর্শনেই তন্ময় হয়ে যান বাংলার অপরূপ দৃশ্য দেখে।

তোমরা তোমাদের মহান রবের
কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে?

আল-কুরআন

কুয়াকাটায় সূর্যোদয়

দক্ষিণবাংলার পটুয়াখালী জেলায় অবস্থিত বিশাল নারকেল বাগান ও নয়নজুড়ানো বালিয়াড়ি সমৃদ্ধ কুয়াকাটা বিশ্বের একটি বিরল সমুদ্র সৈকত, যেখান হতে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত উপভোগ করা যায়। ১৮ কিমি দীর্ঘ এ সৈকতের মূল সৌন্দর্য ২০০ একর জুড়ে বিস্তৃত কাব্যময় নারকেলবীথী, কুয়াকাটার অভিন্ন আত্মীয় জেলেপাড়া ও রাখাইন বসতি। এছাড়া ১৫৫ কিমি দৈর্ঘ্যের পৃথিবীর বৃহত্তম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার বাংলাদেশের পর্যটনের অন্যতম আকর্ষণ।

রিজুক ঝর্ণা

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দেশ বাংলাদেশে অসংখ্য জলপ্রপাত-ঝর্ণা রয়েছে। বান্দরবানে অবস্থিত ৭০ ফুট উচ্চতার এ রিজুক ঝর্ণাটি বাংলাদেশের ২য় উচ্চতম। ২৫০ ফুট উচ্চতায় মাধবকুণ্ড উচ্চতম জলপ্রপাত হিসেবে বিখ্যাত হলেও বান্দরবানে লোকচক্ষুর আড়ালে অসংখ্য ঝর্ণা রয়েছে। পুকুর পাড়া নায়াগ্রার মত প্রশস্ততম ঝর্ণা। চুম্পি, বাকত্নাই, ত্নাবং, রুমানাপাড়া, নাইনয়, সানক্রাই, ফিন্ডপুং, তুলপেসহ অসংখ্য ঝর্ণা রয়েছে। এছাড়া সীতাকুণ্ডে গরম পানির ঝর্ণাও রয়েছে।

সাঙ্গু নদীর উৎপত্তিস্থল

সাঙ্গু নদীটি বাংলাদেশ ও মায়ানমার সীমান্তের আরাকান পাহাড় থেকে উৎপন্ন। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে উৎপন্ন এবং বাংলাদেশের জলসীমায় শেষ হওয়া দুটি নদীর মধ্যে এটি একটি। ২৪৪ কিমি দীর্ঘ এ নদীটি চট্টগ্রাম ও রাঙামাটি জেলার মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। আকাশ থেকে তোলা উপরের ছবিতে সাঙ্গু নদীর উৎপত্তিস্থল ও এর আশেপাশের পাহাড়ী উপজাতিদের বসতি দেখা যাচ্ছে। হালদা নামক অপর নদীটি খাগড়াছড়ি জেলার বাদনাতলি পর্বতশৃঙ্গ থেকে উৎপন্ন হয়ে চট্টগ্রামের কালুরঘাটের নিকট কর্ণফুলি নদীতে পতিত হয়েছে।

সেন্টমার্টিন

অসংখ্য নারিকেল গাছে ঘেরা অপরূপ সৌন্দর্যের দ্বীপ সেন্টমার্টিনের এক সময় নাম ছিল নারিকেল জিঞ্জিরা। বিশ্বের গুটিকয় প্রবালদ্বীপের অন্যতম ৩.৮ বর্গমাইলের সেন্টমার্টিন বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ। এখানে প্রায় ১.৮ মিলিয়ন টন চুনাপাথর মজুদ আছে। বঙ্গোপসাগরের তীর ঘেঁষে বাংলাদেশে অসংখ্য মনোরম দ্বীপ রয়েছে। তন্মধ্যে ৯০.৬৫ বর্গ কিমি আয়তনের নিঝুম দ্বীপ সমুদ্র সৈকত, উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী ও অতিথি পাখির জন্য বিখ্যাত এবং পর্যটকদের নিকট আকর্ষণীয়। বাংলাদেশের বৃহত্তম দ্বীপ ভোলা। হাতিয়া, কুতুবদিয়া, মহেশখালী, মনপুরা, সন্দ্বীপ, সোনাদিয়া বিখ্যাত দ্বীপ।

সুন্দরবন

বিশ্ব ঐতিহ্যের ৫২২তম তালিকাভুক্ত বাংলাদেশের জাতীয় বন সুন্দরবন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বন। এটি বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, খুলনা, পটুয়াখালি, বরগুনা এই ৫টি জেলাকে স্পর্শ করেছে। ৫৫৭৫ বর্গ কিমি আয়তনের এ বনটি টাইডাল বা জোয়ার ভাটার বনও। ভেতর দিয়ে প্রবাহিত অসংখ্য নদী এবং সুন্দরী, গেওয়া, কেওড়া, ধুন্দল, বাইন, গোলপাতা, পশুর প্রভৃতি অসংখ্য গাছপালা একে মোহনীয় করেছে, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পর্যটন স্পটে পরিণত করেছে। বাংলাদেশে মূলতঃ চারধরনের বন রয়েছে- পাহাড়ী বন, ম্যানগ্রোভ ও উপকূলীয় বন, সমতল ভূমির শালবন, গ্রামীণ বন। ১২০০০ বর্গ কিমি আয়তনের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বনভূমি বাংলাদেশের বৃহত্তম বনাঞ্চল। মোট ৩৬টি জেলায় রাষ্ট্রীয় বনভূমি রয়েছে।

তোমরা তোমাদের

চলন বিল

বাংলাদেশ জুড়ে অসংখ্য বিল ও হাওড় রয়েছে। বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে প্রবাহিত এসব বিল-হাওড় কৃষিক্ষেত্রে বিপুল অবদান রাখে। এছাড়া মাছে-ভাতে বাঙ্গালীর জন্য মিষ্টি পানির নানা জাতের মাছ সরবরাহ করে এসব বিল ও হাওড়। বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বিল চলন বিল উত্তরবঙ্গের বিরাট এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। তবে পাবনা ও নাটোরে বড় অংশ প্রবাহিত। একদিকে উষ্ণ বরেন্দ্রভূমি, অন্যদিকে বিশাল চলন বিল যেন প্রকৃতির এক অপরূপ দান। খুলনার ডুমুরিয়ার বিল ডাকাতিয়া, সিলেটের তামাবিলও বিখ্যাত। সিলেটের হাকালুকি হলো হাওড়গুলোর মধ্যে সর্ববৃহৎ।

পদ্মায় সূর্যাস্ত

হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে উৎপন্ন গঙ্গার মূল শাখা রাজশাহীর নিকট বাংলাদেশে প্রবেশ করে পদ্মা নাম ধারণ করে। বাংলাদেশের ইতিহাস-সংস্কৃতি-জীবনযাত্রার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত প্রমত্তা পদ্মা আজ ফারাক্কার মরণফাঁদে মৃতপ্রায়। পদ্মা বিধৌত বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে আজ ধু ধু বালুচর।

চা বাগান

চা বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল। ছোট বড় মিলিয়ে ১৫৮টি চা বাগানের মধ্যে ১৩৪টিই সিলেট অঞ্চলে। সর্বাধিক ৯১টি চা বাগান রয়েছে মৌলভীবাজার জেলায়। চা রপ্তানীকারক দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ ৮ম। বার্ষিক গড় উৎপাদন প্রায় ৪.৫ কোটি কেজি। চা বাগানের নৈসর্গিক সৌন্দর্য পর্যটকদের আকৃষ্ট করে।

রমনা পার্ক

১৯৪৯ সালে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত ৭৩ একর আয়তনের মনোরম রমনা পার্ক যেন ইটের ঢাকায় সবুজের হাতছানি। পার্ক জুড়ে একে বেঁকে চলা ৮০০ মিটার লম্বা লেক এবং ১২৪ প্রজাতির শতশত গাছ পার্কটিতে চমৎকার নৈসর্গিক আবহ তৈরি করেছে। নগরবাসী ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে ঢাকার বিষাক্ত বায়ু থেকে পরিত্রাণ পেতে একটু পরিচ্ছন্ন বায়ুর জন্য এখানে সকাল-সন্ধ্যায় ভীড় জমায়।

তোমরা তোমাদের মহান রবের
কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে?

আল-কুরআন

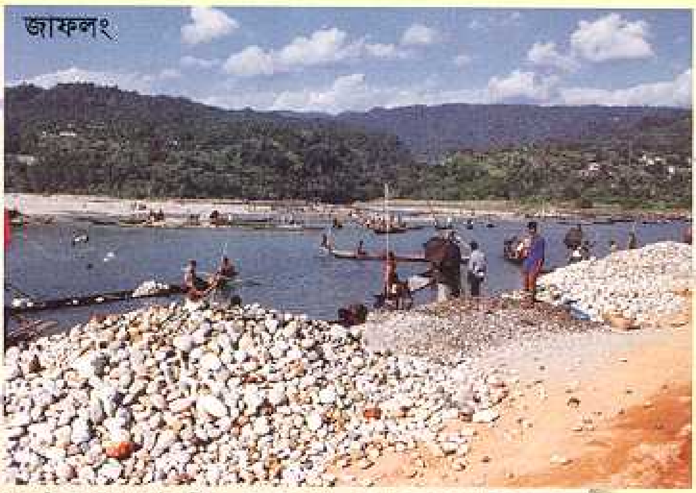

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি সিলেট। স্রষ্টা যেন আপন হাতে সাজিয়েছেন এ ভূমিকে। সবুজ টিলা আর পাহাড়ী নদীর মায়া জড়ানো সিলেটের জাফলং সৌন্দর্যপিয়াসীদের মন হরণ করে। আকাশসম উঁচু পাহাড় থেকে নেমে আসা নদীর পানিতে বয়ে আসা অসংখ্য পাথর চিরকাল প্রকৃতি প্রেমিকদের হাতছানি দিয়ে ডাকে। এ পাথর এখানকার অধিবাসীদের জীবিকার মাধ্যমও বটে।

আকাশ থেকে তোলা বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ তাজিনডং এর একাংশ। ৩১৮৫ ফুট উঁচু এ চূড়াটি বান্দরবান জেলায় অবস্থিত। মারমা শব্দ তাজিনডং এর অর্থ গভীর অরণ্যের পাহাড়। পাহাড় আর অরণ্যে ঘেরা বান্দারবান প্রকৃতির অপরূপ দান। চিরহরিৎ বনাঞ্চল বলে খ্যাত বান্দরবান তথা পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের বৃহত্তম বনাঞ্চল। ২৯২৮ ফুট উঁচু কেওক্রাডং এবং ৩য় উচ্চতম শৃঙ্গ চিম্বুকও বান্দরবানে অবস্থিত। টারশিয়ারী যুগে গঠিত ভঙ্গিল পর্বতশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বাংলাদেশের পাহাড়গুলো উত্তর পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত।

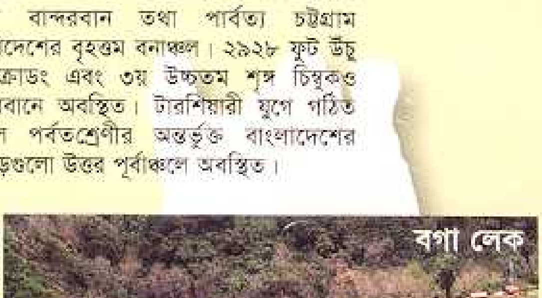

বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ প্রাকৃতিক সুপেয় পানির এ হ্রদটি বান্দরবান জেলায় অবস্থিত। সবুজ পাহাড়ের পাদদেশে প্রকৃতির বিচিত্র লীলানিকেতন এ হ্রদটি বাংলাদেশ পর্যটন শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

উপজাতিদের আদি চাষ পদ্ধতি এই জুম চাষ। উপজাতিরা চাষের মৌসুমে পাহাড়ের ঢালের একটি স্থানকে নির্ধারণ করে প্রথমে আগুন ধরিয়ে সবধরনের ঘাস-আগাছা পুড়ে পরিকার হলে নির্দিষ্ট দূরত্বে গর্ত করে একই সঙ্গে কয়েক প্রকার বীজ বপন করে। চাষকৃত ফসলের মধ্যে ধান, তুলা, তিল-ই প্রধান। বছরে দু'বার চাষ করা হয়। এ পদ্ধতিতে ভাল ফসল পেলেও সার্বিকভাবে এটি খুবই ক্ষতিকর। এতে ভূমিক্ষয় হয় এবং বনভূমি উজাড়ের ফলে বিরানভূমিতে পরিণত হয়।

তোমরা তোমাদের মহান রবের কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে?

আল-কুরআন